২১-১২-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা- আত্ম-অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করো, যত আত্ম-অভিমানী হবে তত বাবার প্রতি ভালোবাসা থাকবে"

প্রশ্নঃ- দেহী-অভিমানী বাচ্চাদের কোন বুদ্ধি সহজেই এসে যায় ?

উত্তরঃ- নিজের থেকে বড়দের সন্মান কি করে রাখবে, এই বুদ্ধি দেহী-অভিমানী বাচ্চাদের এসে যায় । অভিমান তো একদম মৃত বানিয়ে দেয় । বাবাকে স্মরণই করতে পারে না । যদি দেহ-অভিমানী হয় তবে খুব খুশী থাকে, ধারণাও ভালো হয় । বিকর্মও বিনাশ হয় আর বড়দেরও সন্মান রাখে। যারা সত্যিকারের বড় মনের হয় তারা ভাবে আমরা কত সময় দেহী-অভিমানী থেকে বাবাকে
স্মরণ করি ।

গীতঃ- না উনি আমার থেকে আলাদা হবেন...

ওমশান্তি । এটা কে বললেন ? আত্মা বললো কেননা তোমরা বাচ্চারা এখন দেহী-অভিমানী তৈরি হোচ্ছ নাটকের পরিকল্পনা অনুসার । অর্ধেক-কল্প দেহ-অভিমানী ছিলে, অর্ধেক-কল্প আবার তোমরা আত্ম-অভিমানী হও । এখন তোমাদের আত্ম অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে । বাবা থেকে-থেকে বলেন বাচ্চারা অশরীরী ভব, আত্ম-অভিমানী ভব । তোমরা বাচ্চারা সামনে বসে আছ আর ওরা দূরে বসে আছে । এটা জানে যে আমাদের আত্ম-অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবারই শ্রীমতে চলতে হবে । একে বলা হয় শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ মত । বাবার সাথে খুব ভালবাসা থাকা দরকার । এখন বাবা বলছেন দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধকে ছাড়ো । আত্ম-অভিমানী হওয়ার অনেক- অনেক অভ্যাস করতে হবে । শরীর তো বিনাশ হওয়ারই
আছে । আত্মা হল অবিনাশী । বিনাশী শরীরকে স্মরণ করার কারণে আত্মাকে ভুলে বসে আছে । এটাও বাচ্চাদের বোঝানো হয়ে থাকে যে আত্মা কি বস্তু । বলেও থাকে যে আত্মা হল ছোট তারার । যাকে এই দৃষ্টির দ্বারা দেখা যায় না, তাকে দিব্যদৃষ্টি ছাড়া দেখা যায় না । আত্মাকে দেখার অনেক চেষ্টা
করে থাকে কিন্তু দেখতে পায় না । কেউ দিব্য-দৃষ্টি দ্বারা দেখলেও বুঝতে পারে না যে এটা কি বস্তু আছে । বড় বস্তু তো নয় । আত্মা একদমই ছোট তারার মত । কত ছোট বিন্দু । একথা কারও বুদ্ধিতে বসা খুবই মুশকিল, কারণ অর্ধেককল্প ধরে দেহ-অভিমানে রয়েছে ।

বাবা বোঝান তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, আমরা আত্মারা ওখানে(পরমধামে) থাকি । এই শরীর তো এখানে নিতে হয় । এই শরীর হল ৫ তত্ত্বের তৈরি পিণ্ড(শরীর) যখন তৈরি হয় তখন ছোট্ট আত্মা এতে প্রবেশ করে । তখন তাতে চেতনা আসে । আত্মাও হল সত্য, চৈতন্য, তো পরমাত্মাও হল সৎ, চৈতন্য । পরম আত্মা তিনি । সেটা কোনো বড় জিনিস নয় । আত্মাও ছোট । যেরকম এঁনার মধ্যে জ্ঞান আছে সেরকম তোমাদের আত্মাতেও জ্ঞান আছে । এত ছোট আত্মাতে সব জ্ঞান আছে, এটা বড়ই আশ্চর্যজনক ব্যাপার । কিন্তু বাচ্চারা থেকে-থেকে এই কথা ভুলে যায় । দেহ-অভিমানে এসে পড়ে । এখন তোমরা আত্মারা এই শরীর দ্বারা বিশ্বের মালিক তৈরি হও অর্থাৎ

ভগবান ভগবতী হও । বাবা তো হলেন গড ফাদার । কিন্তু ভারতে এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান-ভগবতী বলে কারণ বাবা এঁদের এত উচ্চ বানান । এই জ্ঞানের দ্বারা দেখ কি তৈরি হয় । যে ভাল রকম পড়া করে পরীক্ষায় পাশ করে, সে কামাইও ভাল করে । যেরকম দুনিয়াতে কেউ খুব সুন্দর হলে তাঁর অনেক পুরস্কার প্রাপ্ত হয় । তারপর বলে মিস ইন্ডিয়া, মিস আমেরিকা...শরীরের উপর তারা কত পরিশ্রম করে । সত্যযুগে তো স্বাভাবিক ভাবেই সুন্দর হয়, আকর্ষণ করার মত । সতোপ্রধান প্রকৃতির দ্বারা শরীর তৈরি হয় তাই না । তা কত আকর্ষণ করে । লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণের চিত্র সকলকে কত আকৃষ্ট করে । তাও তো কোনো সঠিক চিত্র বানাতে পারে না । ওখানে তো হয়ই সতোপ্রধান, তো প্রাকৃতিক ভাবেই সুন্দর থাকে । এ সব বাবা বোঝান । ওরা গায়ন করে থাকে হে পতিত-পাবন... কিন্তু বোঝে কিছুই না । ডাকেও এভাবে যেন বুদ্ধিহীন । হে ভগবান দয়া করো, রহম করো । কিন্তু ভগবান কি বস্তু আছেন, তা কিছুই জানা নেই । বাবাকে জানলে রচনাকেও জানবে, এইজন্য ঋষি-মুনি সবাই নেতি-নেতি বলে গেছেন । এটা তো একদমই ঠিক -- রচয়িতা আর রচনাকে কেউ জানে না । যদি জেনে যায় তাহলে বিশ্বের মালিক হয়ে যায় ।

এখন তোমরা বুঝতে পারো-- এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে এরকম বাবা-ই বানান । এখন তোমরা বাবার সামনে বসে আছ কিন্তু অর্ধেককল্প দেহ-অভিমানে থাকার ফলে এত সম্মান রাখতে পারে না । আত্ম-অভিমানী
হয়ই না । দেহী-অভিমানী হলে দিন-প্রতিদিন তোমাদের সম্মান বাড়তেই থাকবে । যখন পুরো দেহী-অভিমানী হবে তখন সম্মানও রাখবে অবস্থাও শোধরাতে থাকবে, খুশীও থাকবে । সবই ক্রম অনুসারেই তো হয় তাই না । যেরকম বাবা তোমাদের বোঝান সেরকম তোমরাও অন্যদেরকে যুক্তি দিতে থাকো যে নিজেকে আত্মা ভাব । এখন তোমাদের ৮৪ চক্র পুরো হয়েছে, এখন ফিরে যেতে হবে । আমরা আত্মারা ঘর থেকে এখানে এসে শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করছি । এখানে কত জন্ম নিয়েছি, তাও বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে । দেহী-অভিমানী হওয়াতেই পরিশ্রম আছে । থেকে-থেকে মায়া দেহ-অভিমানী বনিয়ে দেয় । এখন তোমাদের
মায়ার উপর বিজয় লাভ করার জন্য দেহী-অভিমানী হতে হবে । একান্তে বসে বিচার করো আমরা হলাম আত্মা । বাবা বলেছেন যে মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে । এই দেহের প্রতি মোহ রেখ না । আমরা আত্মারা হলাম অবিনাশী, আমাদের ভাইদের প্রতিও বুদ্ধিযোগ লাগানোর দরকার নেই । ভাইয়ের থেকে ভাইদের উত্তরাধিকার থোড়াই প্রাপ্ত হবে । না কারো আত্মাকে, না ভাইয়ের শরীরকে স্মরণ করতে হবে । স্মরণ এক বাবাকে করতে হবে । বর্সাও বাবার থেকেই প্রাপ্ত হবে । আমরা আত্মারা নিজের ঘরে যাই আবার সত্যযুগে এসে নিজের রাজ্যভাগ্য নেব । ওখানে আত্ম-অভিমানী হব । এখানে মায়া রাবণ দেহ-অভিমানী বানিয়ে দেয় । এখন তোমরা আবার আত্ম-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করছো । নিজের কল্যাণ করতে থাকো । এখানে চিত্রের সামনে এসে বসো । যেরকম সৈন্যদেরকে ময়দানে অভ্যাস করানো হয় । এখন তোমাদের আত্ম-অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে । বাবা বলেন- তোমরা তো আমার সন্তান তাই না । দেহ-অভিমানী হওয়ার ফলে তোমরা মায়ার হয়ে গেছো । ডাকোও হে পতিত-পাবন, হে জ্ঞানের সাগর... বাকি তো সব হল ভক্তির সাগর । ভক্তিমার্গের কত বিস্তার আছে । বাবা আসেন মিথ্যা দুনিয়াতে তাও সাধারণ রূপে । নাটকে অন্তর্ভুক্তই এরকম আছে । পতিত শরীরেই বাবা আসেন । লক্ষ্মী-নারায়ণের শরীরে থোড়াই আসবেন । ওঁদের তো রাজ্যভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে । তো তাতে আমি

কি করে আসি । আমাকে সাধারণ রূপে চিনতে পারে না । ডাকে কিন্তু এটা থোড়াই বোঝে যে উনিও অবশ্যই কোনো শরীরে আসবেন তাই না । আমার রূপ তো হল নিরাকার বিন্দু । তো নিশ্চয় প্রজাপিতা ব্রহ্মার দেহেই আসব । প্রজাপিতা তো অবশ্যই এখানেই হওয়া উচিত, নিশ্চয় পুরানো দেহ হবে । এই ব্রহ্মা পুরানো আর পাশে বিষ্ণু নতুন, দাঁড়িয়ে আছেন । ত্রিমূর্তির চিত্রে কত জ্ঞান আছে । তোমরা বাচ্চারা আগে এই দেবতাদের ডাকতে । শ্রী নারায়ণের কত খাতির করতো । আশ্চর্যের তাই না । আমি(ব্রহ্মাবাবা) নিজে নারায়ণকে কত শ্রদ্ধা করতাম । শ্রী নারায়ণ এসেছেন এঁকে খাওয়াও, দাওয়াও....অন্তরে ভাবি এখন আমি এই হচ্ছি । যে তৈরি হয়ে আছে, তাকে অবশ্যই খাতির করতে হবে । তাহলে আমি নিজেরই খাতির করি । বাবাও বলতেন নিজের খাতির করছো । তোমরা বাচ্চারা দেখেছ তো- এটা খুবই আশ্চর্যজনক কথা । এটা অন্য কেউ বুঝতে পারবে না । তোমরাই বোঝাতে পারো । এটা তো আছেই একদম নতুন জ্ঞান ।

বাবা বলেন-- আমি আবার দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করি । আদিতে আছে দেবী-দেবতাদের রাজ্য । মধ্যতে আছে রাবণরাজ্য । এখন হল অন্ত । অন্ততে বাবা নিজেই আসেন । এখন বাচ্চারা তোমরা আদি-মধ্য-অন্তকে জেনে গেছো । এখন বাকি অল্প সময়ে কি কি না হবে । বিনাশও অবশ্যই হবে । বলে মহাভারতের লড়াই লেগেছিল, এখন আবার লাগবে । এই সময় তা কারও জানা নেই । পতিত-পাবন তো একজনই, তিনি হলেন বাবা, উনি এসেছেন তো বাকি কত সময় থাকবেন । শ্রীকৃষ্ণ তো হতে পারেন না, উনি তো সত্যযুগে এক জন্ম নেন, কৃষ্ণ নাম থেকে আবার তাঁর নাম রূপ বদলে গেছে । শরীরের গঠনই বদলে যায় । বাবা বুঝিয়েছেন যে তোমরাই যে পূজ্য ছিলে, তারাই আবার পূজারী হয়েছ । ৮৪ জন্ম কিভাবে নিয়েছ, এটাও বাবা বুঝিয়েছেন,
আর বলেন তোমরা অর্ধেক কল্প দেহ-অভিমানে ছিলে, এখন দেহী-অভিমানী হও । তোমরা হলে আত্মা । আমি হলাম তোমাদের বাবা, পরমপিতা পরমাত্মা । আমি হলাম অশরীরী আর আমি বাচ্চাদের বসে নিজের পরিচয় দিই । এই যে গায়ন আছে- অতীন্দ্রিয় সুখ কী গোপ-গোপীদের কাছে জিজ্ঞাসা করো। এটা হল অন্তিমের কথা যখন পরীক্ষার ফলের সময় কাছে আসে । যে বাচ্চারা বেশি সার্ভিস করে, সে অবশ্যই সকলের প্রিয় হবে । প্রদর্শনী ইত্যাদিতেও প্রথমে ওঁনাকে স্মরণ করে । লেখে অমুককে পাঠাও । এর অর্থ নিজে বোঝে যে অমুক ব্যক্তি জ্ঞানে পারদর্শী । কিন্তু দেহ-অভিমান অনেক আছে । আমাদের বড় ভাই বা বোন তারা, তাই তাদের অনেক সম্মান দিতে হবে । এরকম কখনও বলবে না যে : উনি আমার থেকে ১০০ গুণ ভাল । কারো মধ্যে সম্মান রাখারও বুদ্ধি নেই । বাবা যা বোঝান তাতে না চললে তাদের কি হাল হবে !
দেহ-অভিমান মৃত বানিয়ে দেয় । বাবা বলেন দেহী-অভিমানী হও । সকালে উঠে শিববাবাকে স্মরণ করো । ওটাও করে না । ভাল, ভাল মহারথী যোগে খুব কম থাকে । জ্ঞান তো ছোট বাচ্চারাও বুঝতে পারে । কিন্তু তোতা পাখির বুলি হয়ে যায় । এতে তো যোগেও থাকলে , ধারণাও হল তখন খুশীর পারা চড়বে । যোগ ছাড়া বিকর্ম বিনাশ হতে পারে না । স্মরণ করা হয় পবিত্র বস্তুকে, তো তার সাথে ভালবাসাও খুব থাকা দরকার । থেকে-থেকে বোঝানো হয়ে থাকে- মন্মনাভব । অর্ধেক কল্প দেহ-অভিমানী থাকলে দেহী-অভিমানী হওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে । অনেক পরিশ্রম লাগে । কত বছর লেগে যায় দেহী-অভিমানী অবস্থা বানানোর জন্য ।
নিজেকে ছোট আত্মা ভেবে আর বাবাকেও বিন্দু ভেবে স্মরণ করে, এতেই পরিশ্রম আছে । যে সত্য হবে সে অন্তরে অনুভব করতে থাকবে যে আমি কতটা বাবাকে স্মরণ করি । এই অভ্যাস হল খুব কঠিন । ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের বাদশাহী পাওয়া কি কম কথা ! তোমরা বোঝো যে আমি হলাম

ছোট আত্মা -- তাতে ৮৪ জন্মের ভুমিকা অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে । আত্মাই মুখ্য অভিনেতা হয় । আত্মাই সবকিছু তৈরি হয় । কিন্তু দেহ-অভিমানের কারণে আত্ম-অভিমান গুম হয়ে গেছে । সব থেকে মুখ্য অভ্যাস এটাই করতে হবে । এই ভারতের প্রাচীন যোগও বিখ্যাত আছে । এটাই হল গীতা । খালি ওখানে নিরাকারের বদলে নাম দেহধারী দেবতার লিখে দিয়েছে ।

বাবা বলেন-- যে ভক্তি শুরু থকে অন্ত পর্যন্ত করেছে, সেই ক্রম অনুসার উপরে যাবে । তোমরাও অনেক ভক্তি করেছ তাই বাচ্চারা তোমাদেরও অনেক খুশী থাকা দরকার যে আমারা বাবাকে পেয়েছি । বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, আমারা এই পড়ার দ্বারা বিশ্বের মালিক তৈরি হই । এখন বাবার মতে তো অবশ্যই চলতে হবে । বাবা যা নির্দেশ দেন তা যদি কিছু উল্টোও হয়ে যায় তো নিজে থেকেই তা সোজা বানিয়ে দেবেন । *রায় দিলে তো দায়ও তাঁরই *। থেকে-থেকে শিববাবার স্মরণ হতে থাকবে এইজন্য বাবাও সদাই বলেন যে তোমাদের শিববাবা শোনান । আমরাও শুনি যে শিববাবাই নির্দেশ দেন । আমরাও ওঁনার নির্দেশ অনুসারে চলি । তোমরাও ওঁনাকে স্মরণ করো । ইনিও(ব্রহ্মা) ওঁনাকে স্মরণ
করে থাকেন । দেহের অভিমান ছেড়ে দাও । তোমরা কোনো জহুরী দাদার কাছে থোড়াই এসেছ। তোমরা তো শিববাবার কাছে এসেছ । জ্ঞানের- সাগর তো উনিই, তাই না ! তোমরা এসেছ শিববাবার থেকে জ্ঞান অমৃত পেতে । এখনও জ্ঞান অমৃত পান করছো । রোজ- রোজ জ্ঞান সাগর বাবা শোনাতে থাকেন । তাঁকেই স্মরণ করতে হবে । বাবা এরকম বলেন না যে ভক্তি ছাড়ো । যখন জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা(জ্ঞানের আলো আসবে) আসবে তখন নিজেই বুঝবে যে এটা ভক্তি আর এটা জ্ঞান । অর্ধেক কল্প তোমরা ভক্তি করেছো । ফিরে তো কেউ যায় নি । নিয়ে যাওয়ার জন্য তো এক বাবা-ই আছেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ- ভালবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের জানায় নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) বাবা যা রায় দেন তাকে শিববাবার শ্রীমৎ জেনে চলতে হবে । জ্ঞান অমৃত পান করতে আর
করাতে হবে ।

২) সবাইকে সন্মান দিয়ে সেবাতে তৎপর থাকতে হবে । দেহ-অভিমান ছেড়ে দেহী-অভিমানী থাকার
অভ্যাস করতে হবে ।

বরদানঃ- প্রত্যেকের রায়কে সন্মান দিয়ে বিশ্বের দ্বারা সন্মান প্রাপ্তকারী বালক তথা মালিক ভব ।

ছোট হোক বা বড়, প্রত্যেকের রায়কে সন্মান অবশ্যই দাও কারণ কারো রায়কে না মানা(নস্যাৎ, reject করা) মানেই নিজেই নিজেকে না মানা (reject করা) হয়, এইজন্য যদি কারো ব্যর্থকে বাতিল করতে হয় তবে প্রথমে তাকে সন্মান দাও, স্বমান দিয়ে তারপর শিক্ষা দাও । এটাও হল

একটি পন্থা । যখন এরকম সম্মান দেওয়ার সংস্কার এসে যাবে তখন বিশ্বের থেকে তোমরা সম্মান পাবে। এর জন্য যে বালক সে-ই মালিক, যে মালিক সে-ই বালক হও । বুদ্ধি বেহদে শুভ কল্যাণের ভাবনায় সম্পন্ন হবে ।

স্লোগানঃ- কপালে সদা বাবা সাথে রয়েছেন এই স্মৃতির তিলক লাগানো -- এটাই হল 'সুহাগের' চিহ্ন ।